ইলা

শ্রীকামাখ্যাশঙ্কর গুহ

প্রণীত

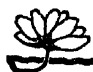
মূল্য—১৲ টাকা

ইলা

আমার বীণাতে আমি
গেয়েছিনু যেন সুরের ফুলে,
তোমার বীণাটি তুমি মাঝখানে তার
নিয়েছ তুলে!
সব কথা তার শিখি নাই আহা
ঘন বনতলে কি বেদনা আহা!
সকল পাশরি আমার রাগিণী
গিয়েছি ভুলি।

শ্রীকামাখ্যাশঙ্কর গুহ

Saphen



৯০নং লোয়ার সারকুলার রোডস্থিত
মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, লিমিটেড হইতে
শ্রীপুলিনবিহারী সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সুকবি ৺সতীশ রায়ের

স্মরণে

উৎসর্গীকৃত।

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়েষু

কিছুদিন অনুপস্থিত ছিলুম। তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হয়েছি। তোমার কবিতাটিও বেশ হয়েছে।

তোমার এ বয়সে লেখাটি কি ভাষা এখন তোমার উপযুক্ত হয় নি।

আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো।

ইতি ১৩ শ্রাবণ ১৩৪৪

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবেদন

আমার বীণা বাজাইতে বাজাইতে আর একজনের, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি জগৎ কবি, তাঁহার বীণা শুনিয়া অনেক সময় থামিয়া গেছি। জানি না বিশ্ব আমার কবির বীণায় ও চিত্রকরের তুলিকায় কোন্ রঙে ধরা পড়িয়াছে? আমার দাদা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লশঙ্কর গুহ মহাশয় অর্থ-সাহায্য না করিলে এই বই ছাপান হইত না। এইজন্য তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺কামিনী রায়, শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে আমার কবিতা পড়িয়া সুখী হইয়াছেন।

গুরুদেব শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলঙ্গে একদিন অনেকক্ষণ আমার কবিতা পড়িয়া অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। সেদিন তাঁহার অমূল্য সময়ের কিছু পরিমাণ আমার দ্বারা নষ্ট হইয়াছিল।

৺কবি Rudyard Kiplingও অনুবাদ পড়িয়া সুখী হইয়াছিলেন।

বিনীত—

১০ই পৌষ। শ্রীকামাখ্যাশঙ্কর গুহ

গৌহাটী।

ভূমিকা

স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীমান কামাখ্যাশঙ্কর গুহকে বহুদিন থেকেই জানি। কাব্য-সাহিত্য ও ললিতকলার প্রতি এঁর বরাবরই একটা স্বাভাবিক অনুরাগ দেখেছি। পাহাড়ের বুকে ও অরণ্যের কোলে ইনি মানুষ। এঁর স্বপ্ন ও কল্পনা যে অভিনব বর্ণ ও ছন্দে ধরা দেয়, তার সঙ্গে সাধারণের অন্তরঙ্গ পরিচয় নেই, কারণ, তা ঠিক খাপছাড়া না হলেও একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়েই দেখা দেয়, যেটা একান্তভাবে এই গুহ কবিরই বিশেষত্ব!

কামাখ্যাশঙ্কর একজন সহজাত কবি ও কলাবিদ্। কলম ও তুলি তাঁর সমান তালেই চলে। তাঁর অঙ্কিত চিত্র-শিল্প য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞের দ্বারা সমাদৃত হয়েছে। আশা করি, তাঁর এই প্রথম কাব্যগ্রন্থ "ইলা"ও দেশের রসপিপাসুদের চিত্তকে দোলা দেবে।

'ইলা' কাব্যখানি কয়েকটি খণ্ড কবিতার সমাবেশে গড়ে উঠেছে বটে, কিন্তু কবি-হৃদয়ের মূল সুরটি তার মধ্যে কোথাও দিশাহারা হয়ে পড়ে নি। প্রেম ও প্রকৃতির প্রতি কবির যে গভীর প্রীতির পরিচয় এতে প্রকাশ পেয়েছে, তারই মধ্যে ধরা পড়েছে কবিচিত্তের গোপন রহস্য!

কাব্যকলার টেক্‌নিকের দিক্ দিয়ে ইহার মধ্যে ত্রুটি খুব অল্পই চোখে পড়ে; বরং এই গদ্য-কবিতার স্বেচ্ছাচার ও

উচ্ছৃঙ্খলতার যুগে তরুণ কবি তাঁর মানস-লোকে প্রতিফলিত ধ্যানের চিত্রগুলিকে নানা বিচিত্র ছন্দ, মিল ও যতির সংযত কঠিন বন্ধনের মধ্যে রূপায়িত করে তুলে আপনার শক্তিরই পরিচয় দিয়েছেন।

সাধন পথের প্রথমযাত্রী ইনি, বাণীর চরণে অর্ঘ্য দেবার জন্য আজ যে নব-মুকুলিত কমল সংগ্রহ করে এসেছেন তা উত্তরকালের সিদ্ধি ও ভাবীযুগের যশোভাতিতে সমুজ্জ্বল! ইলা হয়ত রচয়িতার কবি-খ্যাতিকে দিগন্ত-বিস্তৃত করে তুলতে পারবে না, কিন্তু নববধূর ব্রীড়ানত রাঙা সরম-শোভার স্নিগ্ধ শ্রী ও মধুর সুষমায় আত্মীয়-পরিজন এবং সহৃদয় প্রতিবেশীদের পরিতৃপ্ত করতে পারবে।

দীপান্বিতা
১৩৪৫

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সূচীপত্র

ইলা

মেঘের মত নিবিড় বনে
থাকত ঝর্ণা ধারা সনে
গুঞ্জরিত আপন মনে ইলা।

বকুল বনে আকাশছায়া,
পাখীর মত মায়ার কায়া !
বসিত কি পথিক জায়া
শিলা ?

বনের মাঝে হরিণ চরে,
আলোর রেখা শৃঙ্গে পরে,
সেইখানে কি হাস্য করে
পরী ?

দুপুর বেলা গ্রামের পথে
আলাপ করে নিজের মতে,
পুকুর হতে ভরিয়া লয়
গাড়ি !

গ্রামের বধূ, গ্রামের বালা,
পুষ্প রাখে সোনার থালা
চিকুর তাদের চিকণ কালা
রাতি।

ইলা

তারা কেহই নাহি জানে,
কোথায় ইলা ফুলের ঘ্রাণে
জ্বালায় যবে বিজনস্থানে
বাতি।

ঝর্ণা ঝরে ফেনিল স্মৃতি,
ইলার দুঃখ গভীর অতি।
পাহাড় যেন বসিয়া যতি
একা,

মেঘের মনে আকাশমাঝে
কত কালের বাক্য রাজে
তখন দিবে নিজের কাজে
দেখা।

নীল মণিতে শোভনা বালা,
গিরির শিরে শিশির ঢালা
তাহার গাঢ় বুকের জ্বালা
কাঁদে।

গহন বনে বটের তলে
দুপুর বেলা মায়ার বলে,
বনের যত বিহগ চলে
বাঁধে।

সেইখানেতে বিজন পুরে,
কাল নাগিনী ঘুমায় দূরে
জড়িয়ে থাকে বনের সুরে
আঁখি।

কোন অতলে জলের বুকে
মাণিক নিয়ে হরষ সুখে
নামিয়া যাবে রঙিন মুখে
ডাকি।

ডাকে মেঘের ছায়ার মত,
অবাক্-করা ভাষায় শত,
বনের মত কথায় কত
বধূ।

আঁখির নীল গভীর স্নেহ,
বনের পশু পায় কি কেহ?
চাঁপার মত গড়ন দেহ
মধু।

বিজন বনে ভাববে বসে
থাকবে ডুবে মনের রসে
ফুলের দল পড়বে খসে
ধীরে।

গাঢ় প্রেমের নয়ন মেলি,
থাকবে চেয়ে ঈষৎ হেলি,
করবে সেথায় জলকেলি
ফিরে !

ফুলের মত কোমল আহা,
শরীর তাহার দিনে যাহা
আলোর মতন নীরে যাহা
সুখে ।

রাতে কেবল থাকবে মণি,
জড়িয়ে রবে ঘুমের খনি
স্বপ্নে দিবে অলক ধ্বনি
বুকে ।

সাবিত্রী দেবী

আলোক মূরতি আঁধারে বসিয়া
হাসিলে কিসের হাসি?
বিপুল বিশাল ভূমার ছন্দে
বাজালে তোমার বাঁশী।

মেঘ-মল্লার রাগিণী ঝরিয়া
পড়িছে নিখিল গগন ভরিয়া, (অসীম আকাশ)
অনাদি কালের পুলক ধরিয়া
চির উচ্ছ্বাস-রাশি।

ওগো সাবিত্রী দেবি,
বন্দনা করে সরস্বতী
তব পদযুগ সেবি!

চির আলোকের জয়ের পত্র
লেখা কি ললাটে তব?
অনাদি কালের সৃজন-কাহিনী
আনন্দ-গান নব!

কোন গগনের সন্ধ্যাকুমারী
আলোক-মালার নিত্য পূজারী
গানে গানে দেয় ভুবন উজাড়ি
চম্পক-ফুলমালা !

কোথায় জ্বালালো তাহার নিত্য
পূজার প্রদীপ বালা ?

ওগো সাবিত্রী দেবি !
চির সে নূতন ভুবনখানিরে
কোথায় রহিল সেবি !

জাগে জয়শ্রী চির নির্ভর
আনন্দ-গান অতি সুন্দর !
সকল স্বর্গ সুনীল নিথর
রঞ্জিত তব সুরে।

বিপুল বিশাল আলোক-কাহিনী
দীপ্ত অসীমে ঘুরে,

দিকে দিকে শত সবিতার শিখা
কালের কপালে দিল প্রদোষিকা !
মেলিছে কি পাখা নীল সুদূরিকা
সকল আকাশ জুড়ে ?

সাবিত্রী দেবী

অনাদি কালের তারার আলোতে
কে লিখেছে তার চিঠি ?
কোন পুরাতন প্রেমের কাহিনী
কোন পুরাতন দিঠি ?

ওগো সাবিত্রী দেবি !
লক্ষ তারকা হাসিয়া উঠিছে
তোমারি চরণ সেবি

লেখা আছে তায় বাদল রঙসা,
সুনীল গিরির মিলন পিয়াসা,
বন বেণী জলে আকুল তিয়াসা
সৃজন গল্প নব !
তিমির বরণ রাত্রি-মাঝারে
স্পন্দিত হয় সব !

ওগো সাবিত্রী দেবি,
অনাদি কালের বেদনার মালা
আলোক উঠিছে সেবি।

চম্পক-দাম কেশে তব হাসে,
শ্বেত মণিমালা সিথি ভালবাসে,
অজর অমর রহে তব পাশে
রুদ্র ললাট-শিখা,

ইলা

শতেক ছন্দে শতেক হাস্য
নিত্য বিরহ লিখা !

অগ্নি-বীণায় হসিতা ধরেছ
কোন পূজারতি সাধনা ?
বিরাট বিশ্ব ছন্দখানিরে
চির সুন্দরী বাঁধনা !

গানের পূর্ণ কমল ফুটে কি ?
চির অমৃত হর্ষ লুটে কি ?
নিখিল ব্যাপ্ত রাগিণী ছুটে কি
পূর্ণ মাধুরী কাঁদনা ?

যেখানে নিখিল হারায়ে গিয়েছে
অসীম ছন্দগুলি,
সেথায় কি তব সেতার বেঁধেছ
ভুবন ভরেছ শুনি ?

রাত্রি আঁধারে ভুবন কোথায়
আলোক ফুলের পানে সে তাকায় !
জল বারুণীরা স্পন্দনা পায়
নির্জ্জন গিরি মুনি !

সাবিত্রী দেবী

চির সুন্দরে হেরেছ কি তব
পূজা-মন্দির-তলে ?
সুপ্ত লহরী অসীম বিশ্ব
ব্যথার মাঝারে জ্বলে !

ওগো সাবিত্রী দেবি !
অনাদি আলোকে ভালো কি বেসেছি
তোমারি চরণ সেবি ?

পুরুষ কঠিন ছন্দে ভরিয়া
জাগিলে আকাশ কোলে,
বিরাট বিপুল বিশ্ব অঙ্কে
কেমনে সৃষ্টি দোলে ?

জাগে তমালিকা আঁধারের শিখা
আলোর বিজয় সুরে !
সুপ্তি হারায়ে রজনীর বুকে
কাহার বারতা ঘুরে ?

বন্ধন-হারা আরতি তোমার,
মুক্তি অনল ধ্যান সাধনার
নিখিল প্রপাত রূপ কামনার
কোথায় পড়িছে ঝরি ?

লীলা গুরু সেই শিবের নৃত্য
বিরাট ধ্বংস স্মরি।

জাগে যেন মনে কাল ভৈরব
অসীম আভাস চির গৌরব,
সকল ছন্দে গাহে ঐরব
সকল সৃষ্ট বুকে

মুক্ত বেণীরে আলোকে বাঁধিয়া
হৃদয় আসনে কি নিলে সাধিয়া
সোনার ছন্দে কখন কাঁদিয়া
কখন হাসিয়া সুখে!

মঞ্জুলতা

সেই আমাদের গ্রামে
ঘন বনের ছায়ার নীচে।
বাস করিত একটি মেয়ে
সকাল সন্ধ্যা আলোক ছেয়ে
পড়তো তাহার পিছে।

গ্রামের মেয়ে মঞ্জুলতা
কালো তাহার চাওয়া !
ফাগুন দিনে উতল হোয়ে
বইলে পড়ে হাওয়া
শিউলি কুসুম দেয় না শয্যাতুলি
পাগলা ঝরা নদীর মত
বুলি।

তাহার সরল মনের মাঝে,
তারার সুরে রাত্রি বাজে
গোপন গভীর পুরে !
যায় গো নিয়ে লোকে লোকে
ইলার থেকে দূরে ॥

ইলা

আমাদের এ বাড়ীর পাশে
কাজলা দীঘীর ধারে !
সকাল সন্ধ্যা বিশ্ব লোকে মনখানি কে
কাড়ে ?

সেই মেয়েটি তরুণ লোকের অরুণ লোকের পান্থ।
গভীর কথা গোপন লোকের জানতো !

"উলটা ধারা" নদীর তীরে
সকাল সন্ধ্যা ভুলি !
তুলতো কিসে কুন্দ ফুলে ?
বাঁধা তাহার সকল চুলে
কোমল পরাণ উঠতো সুখে দুলি !

বাণী

সকল রাগিণী গাহিয়া কি বাণী
থেমেছে তাঁহার সুরে ?
অতীত কালের আলোর কাহিনী
তার মনে কি গো ঘুরে ?
আঁধারে আঁধারে অন্ধ পাখা
বিশ্ব ভুবন স্তম্ভিত আঁকা,
সকল রাগিণী গাহিয়া কি বাণী
থেমেছে তাঁহার সুরে ?

তারকা কাহার জপমালা দূরে ?
মানসমোহিনী চিত্ত সে জুড়ে !
আজি কি বাণীর আঁখির আগেতে
নূতন ভুবন ঘুরে ?
লীলা-চঞ্চল দেবতার দল
নিত্য মধুর আলোকের ছল !
সকল রাগিণী গাহিয়া কি বাণী
থেমেছে তাঁহার সুরে ?

যে গান ছিল না আজি কিসে জাগে ?
চির নন্দন সৌরভ লাগে।
অতীত কালের মিলন পিয়াসা
তাঁর মনে কি গো ঘুরে ?

লিপিকা

মর্ত্ত্যে যেদিন ঘর বাঁধিনু না জানি
কোন শৈশবে।
পেয়েছি তব লিপিকা!

শ্যামল মাটির মুগ্ধ বুকে
[আপনাহারা হনু সুখে]
গাহিল জগৎ প্রেমের কথা, গাহিল কথা ভৈরবে
স্নেহের আঁচল দিল কি তব
দীপিকা?

তোমার চিঠি পড়িনু আমি তারায় তারায়
ঘন বাদল গানে!
ঝর্ণা রাণী কি বলে কোন্ গুহার তলে
পরাণ তাহা জানে!

কাজল মেঘের আলস আঁখি
কোন কাননে নিল ডাকি
পেয়েছি তব লিপিকা!
রঙিন প্রাণের সোনার কথা লিখিয়া দিলে
ভোরের বেলা তুলিয়া তব ইষিকা

নীলাম্বরীর আঁচল ছায়ায়
পরাণ আমার গেল ভুলে !
ছয় ধাতুর সে বাঁধন হারা
ছন্দ দোলায় গেল দুলে !

ধরিলে কি গো বনের ছায়ায় ভূর্জ্জ-পাতায়
লেখি ?
আলো ছায়ার মনের মাঝে কি কথা রয়
সে কি ?

জাগিল মনে শ্যামল ঘন, বনের ছায়ায় নদী
কোন অলকার কথা বলে, বলাকা যায় যদি !
কালো আঁখির স্নিগ্ধ দিঠি
দিল কি সেই তোমার চিঠি ?

কোথায় তারা কাঁকন পড়ে নীবিবন্ধে বাঁধি
চীর জীবন গেনু যেন তাহার তরে কাঁদি !
শ্যামল ধরায় যেদিন এনু কোন্ অলকার
বিধানে !
লিখিলে বনফুলে,
ঝিল্লি শাখায়—বাঁশের ঝাড়ে
হায় গো পরাণখানা কাড়ে !
আশীষ তব জাগিয়া রল আমার ঘুমের সেখানে !

ইলা

এসেছি তব পুরদ্বারে পাইয়া তব চিঠি ॥
সেথায় কি গো আছে কি তব রতনঝলা দিঠি ?

সিংহদ্বারের কাছে থাকি
আমায় কে গো নিল ডাকি ?
শঙ্খ চক্র আঁকা তব সোনার আঙ্গিনাতে।
কোন রাগিণী গাইল তব পুরদাসীগণ ?
সকল কালের অমর গীতে হৃদয় যেন মাতে !
তরণী শত ভরিয়া দিলে কাহারে কি ধন ?

সিংহাসনের তলে তব
ধরিনু তব লিপিকা !
হিরণপুরে মণির শিরে জ্বলিছে শত দীপিকা !

মণি

মণিগো, তোমার কালো দিঠিখানি
মেলেছিলে যবে হাসি,
নির্ম্মল সেই গিরি বনছায়
নির্জ্জনে ভালোবাসি ?

সেদিন আষাঢ় নেমেছিল বুকে
চেয়েছিলে মোর মনমাঝে সুখে
কোন আলোকের হাসি ছিল মুখে
প্রিয় উচ্ছ্বাস রাশি !

আজি ক্ষণে ক্ষণে মেলিয়া দিয়াছ
ভুবনের কোন কথা ?
অতীত অনাদি সকল কালের
জীবনের কোন ব্যথা ?

উচ্চ তব নিবিড় কবরী
শারদী রাতিতে নিল কি আবরি ?
অবগুণ্ঠন খুলি কোজাগরি
চির উল্লাসরতা।

২

ইলা

সঘন বনের নিবিড় ছায়ায়
নীল অরণ্য তলে,
আজিকে তোমার অপার কাহিনী
অসীম সুখেতে চলে !

কাঁপে বনানীর নির্জ্জন শিলা।
ছন্দে মিলানো ক্ষণছায়া ইলা
তব অপরূপ রূপে !
হেরেছি বিশ্ব বনের ছায়ায়
আকাশের নীচে চুপে।

রাজার ছেলে

রাজার ছেলে নাই বা হলেম
নাই বা গেনু রণে,
কালো ঘোড়ায় বাদল রাতে
কোটাল ছেলের সনে !

আজকে আমার ঘরের মাঝে
মিলন মেলায় গাঁথি
সখীর সঙ্গে আমার দণ্ড ৬
প্রমোদ হাসি পাতি ।

পূবের কোণে শৈলমূলে
ঊষার চরণ রেখা
ভোরের অলস কমল পরে
বিশ্বে দিল দেখা !

শরৎকালের শিশিরেতে ভরি তৃণগুলি
বনমাতা কাহায় পূজে
লয়ে কুসুমকলি ?

ইলা

রাজার ছেলে নাই বা হলেম
নাই বা গেনু রণে,
বাদল রাতে থাকব আমার
প্রিয়তমার সনে।

ঝঞ্ঝা পরে ছুটব না আর
পাহাড় পরে পরে
আপন প্রিয়ার চক্ষু জুড়ে
থাকব প্রেমের ভরে।

বিদেশ নাহি ভালোবাসি
নাহি বাসি পর,
আমার প্রিয়া যেথায় রহে
সেথায় আমার ঘর।

রাজার ছেলে হলে পরে
আসতো কত রাণী।
মাণিক-হার দুলিয়ে তারা বলতো
সুধাবাণী ?

এক রজনী মনে হত
অনন্তকালখানি !
শ্রাবণ রাতির স্বপ্ন মাঝে
বলতো মধুর বাণী !

তবু আমার ঘরে আছি
আপন গর্ব্ব ভরে,
শিউলি ফুলের ধবল শোভা
হেরি বিশ্বপরে।

নাইক আমার সঙ্গিনী কেউ
অরুণ কনক লতা,
ঘুমের মাঝে জাগিয়ে তুলে
রাজকুমারীর কথা!

শ্রাবণ হারা বিশ্ব মাঝে
কাঁদি ফিরে ফিরে,
রাজার ছেলের প্রেমের কথা
মর্ম্মখানি চিরে।

ছবি রাণী

আমাদের এ বাড়ীর কাছে ছিল
ছবি রাণী !

ঝর্ণাতলার স্রোতের মতন
ঝিল্লিভরা স্বপ্ন রতন
শুনাত তার মিষ্ট সুরে মধুর করা বাণী

পিয়াল গাছে দোয়েল ডাকে,
লক্ষ যুগের ইসারাতে সৃষ্টি তাহার
হাস্য রাখে

বনের কোলে ঝরে পাতা,
সমীর গাহে মহা শাখা
চির কালের আদরের ধন সৃষ্টি কোথায় রাখে

ছবি রাণী বড় হল মল্লিবনের নীচে
তন্দ্রা ভরা ছায়ার আখি যেমন রহে পিছে।
সকল কালের উপকথার মাধুরী ভরে ভরি,
ছবি রাণী সবার হৃদয় তেম্নি নিল হরি !

ছবি রাণী

আমাদের এ বাড়ীর পাশে
স্বপ্ন লোকের কথা,
ভেসে আসে চাঁদনি রাতে অনাদি
সব ব্যথা।

ওপাড়ার সে কুন্দ কলি মরল বছর আগে
তাহার দুঃখ সকল কালের অন্তরেতে লাগে।
ছবি রাণীর বিয়ে হল—হল তার মেয়ে।
আসতো মেয়ে চাঁপার কলি সকল স্মৃতি ছেয়ে

বাদল দিনে বিশাল আঁখি
থাকত তাহার মেলি,
ঝিলিক মারি মেঘের বুকে
বজ্র যেত খেলি!

মনে হল বিশ্বে ছিল পূর্ণ ভালোবাসা!
সকল কালের বিরহেতে ভরছে তাহার ভাষা!

শিলা বারুণী

শিলা বারুণী
বিজন বনে
বলে কি ক্ষণে ক্ষণে ?
গুঞ্জরণে আধেক চলে
শ্যামল তরুর নীচে টলে—
দেখেছি তায় পূর্ব্ব মেঘে
দেখেছি তায় অস্ত রাগে !
কাহার ভালবাসার ধারা
নিয়ত সে চিত্তে মাগে ?
শিলা বারুণী দিঘলা নারী
নূপুর তাহার চিকন ভারি !
শিলা বারুণী তালীবনে
ঝর্ণা-গাথা নিজে শোনে ?
ঝিকিমিকি চায় সকাল বেলা
কনক মেঘের আলোর সাথে
তাহার চির জীবন বেলা !
গোপন যত মনের কথা
তাহার বিজন বনে ছায় !
শ্যামল তরুর গানের তলে
চমকে উঠে পায় পায় !

ভবিরহস্য

পূবের কোণে যাও গো যদি
পথের ঘন বাঁকে,
পাহাড় যেথা ভিড় করে রয়
উচ্চ থাকে থাকে !

সহরতলীর রঙিন পথে,
বন্ধুদের ঘর সুদূর হতে
ঢাকা বারাণ্ডায় !
লাল টালি তার দূরের থেকে
স্পষ্ট দেখা যায় !

সেই খানেতে থাকে ভবি
দুপুর বেলা বসে !
ক্ষণে ক্ষণে ভুবন থেকে
ঘোমটা পড়ে খসে !

তাকায় মেঘ, তাকায় আলো,
তারার ভোরা রাত্রি কালো
সন্ধ্যা বেলা আঁকে ভালো
কে যেন তার ছবি ?
মন্দ মধুর বিশ্ব গাথা
বাজায় সে কোন কবি ?

ইলা

ঝর্ণাতলার থাকে থাকে,
কে যেন কার অধীর ডাকে ?
আকুল করে কল্পনাকে
বনের মুখর বেলা !
ফুলের বুকে জলের ছায়ে
কে করে তার খেলা ?

তারায় তারায় গান করা এই জগৎখানা চায় !
দিনে রাত্রে কতদূর সে যায় !

বাক্যহারা ভবি ভাবে
সরল তাহার আঁখি
না-জানা এই জগৎখানা
কোথায় নেয় রে ডাকি

অস্তাচলে ঝ্যার বাঁধে ওই
বিহগমালা যায় গো কই ?
রাতির হাস্যে জল থই থই
দিনের গোপন কথা,
তাহার মনে জড়িয়ে আসে
স্বপন কল্পলতা !

ভবিরহস্য

না-বোঝা তার সরল মনে
বিশ্ব ওঠে ফুটি,
ফুলকুমারীর সুবাসভরা
বায়ুর কোথা ছুটি ?

জ্যোস্না রাতি অধীর করে
কোন্ আনন্দে পরাণ ভরে ?
মেঘের মায়া থরে থরে
হিমানী রয় বনে !
কেমন কোরে কে কথা কয়
বুঝে কি তার মনে

শরতে নয়, বসন্তে নয়
বাদল-ভরা দিনে !
গুরু-গম্ভীর গাথায় যে গো
কোন্ রহস্য চিনে !

সুদূর জগৎ পিপল গাছে
কোথায় যেন ছন্দে নাচে ?
তাহার মনের কাছে কাছে
কাহার হাসি ঘুরে
অনাদি এই জগৎখানা
রয় কি কথা জুড়ে ?

কত যেন যাওয়া আসা !
কোন্ তারাতে ছিল বাসা ?
বলতে কি তার ফুটে ভাষা
অরুণ আলো হেরি
সন্ধ্যা বেলা ফুলের বুকে
আর করেনা দেরি !

সন্ধ্যা রাতির মর্ম্ম মাঝে কে যেন তার হাসে ?
প্রাণের কথা বিশ্বে পরকাশে !

রাজবালা

কবে কোন্ শুক্লারাতে
বসিতে ছায়ায় ?
আপনার রক্তাম্বরখানি
নিয়েছিলে টানি
কারে রচিবার তরে রাজবালা ?
গোপন মরম মাঝে !
জহ্নু-কন্যা জাহ্নবীর সম ?
কবে কোন সিপ্রাতীরে ?

নিভৃত আলসে !
আপনার অনুপম একান্ত পরশে
যৌবন-সরসে !
কোন যেন দূরতর
পথ স্বপ্ন পরে !
রাত্রি দিন যেথা
যায় ঝরে !

প্রিয়া

দূরে একদিন, গিয়েছিনু কোন স্থানে
পরিচয়হীন!

লোধ্র কুসুমের গন্ধে পথখানি ঢালা!
মণিস্তম্ভ দীপগুলি বাতায়নে জ্বালা!
কুরবক প্রস্ফুটিত গিরিপাদমূলে
কে যেন কুমারী এক রয়েছে কি ভুলে?

গাঢ় পথশ্রমে,
ক্লান্তি মোর ঘুচাইনু গৃহে পশি ক্রমে!
হেম দণ্ড পরে স্বীয় শয্যাখানি ঢালা!
আরতির লাগি ধূপ্ জ্বালায়েছে বালা!
লীলাপদ্ম আঁকা কোন প্রাচীরের কোণে?
দিনের কল্লোল-গীতি রাত্রি এসে শোনে।

তারে সুধালাম।
হে বালিকা পরদেশী কহ তব নাম?
আঁখি দুটি মেলি বালা চাহে মোর পানে
কিসের পরশখানি পেনু মোর প্রাণে?

প্রিয়া

ভাষা হত মূক বালা কোন সুখভরা ?
পরিপূর্ণ মনে হল সর্ব্ব বসুন্ধরা !

কোন ভাষা গীতি,
নাহি জানে উঠে তার বুকে সেই প্রীতি !
কর্ণিকার ফুলগুলি কর্ণমূলে তার
পীবর উজ্জ্বল করি কনকের হার !
সকল প্রকৃতি যেন মন মাঝে পশি
ফাল্গুন ফুলের মত পড়িতেছে খসি !

কবে তার পরে,
গিয়েছিনু দূর দেশে দূর স্বপ্ন ভরে !
এলঙ্গ লতার হাসি নিত্য সেথা ভরা
তালীবন শ্যামবীথি মর্ম্মরিত করা ;
রমণীর বিম্বাধরে চুম্বনের সাথে
ভাষার ইঙ্গিত যেন প্রেম স্বপ্ন পাতে !

সেথা সেই বালা !
দাঁড়ায় রয়েছে হস্তে পূজাপুষ্পমালা।
শিখিতে বলেছে কথা মূক সে অধরে !
বসাইল ভালবেসে বহু সমাদরে
স্বর্ণ দণ্ড পরে ছিল শয্যাখানি স্বীয়
কহিল "বারেক এসে বস হেথা প্রিয়।"

নদী গীতিময়

সোনার সে পুরীখানি পেল যেন লয় !
মণিদাম গ্রথিত সে রতনের মাঝে
তার মাঝে তার ভাষা অপরূপে বাজে !
নিশি দিন তৃপ্ত করি দিনগুলি স্বীয় !
মনে হল সুখ বাধা অঙ্কে তার প্রিয় ।

চিত্রা

যদি তোমার তরণী না বহে গো মোর
বিজন নদীর কূলে ?

বিজন সন্ধ্যা ভরিয়া ভরিয়া
কে লইবে মোর পরাণ হরিয়া ?
তব অঞ্চল আমার পুরীর
বাতায়নে নাহি দুলে ?

ভালো কি বেসেছ দিবসে নিশিথে
সুদূর গগন চাহি ?
অনাদি সময় তারায় তারায়
কি গান উঠিছ গাহি ?

তোমার অসীম আকাশখানিতে
আমার নগরী ভরা !
আমার মনের কামনা জড়ায়ে
তোমার হাস্য দিয়েছ ছড়ায়ে !
নীল নব ঘন উজ্জ্বল বাস
কোমল তনুতে পড়া !

তোমার আলয়ে পাঠায়ে দিয়েছি
আমার প্রেমের লিপিকা ।

ইলা

কোন রূপসীর আঁচলে ঢাকিয়া
জ্বালিয়ে তোমার দীপিকা ?
কুঞ্জ গোলাপ মধুর গন্ধে
নব ফাল্গুনদিনে
কত না বিরহ কত না বেদনা !
কত যুগান্ত স্মৃতির চেতনা !
কত দ্যুলোকের, পুলকের মেলা
জাগাল আমার বাণী !

সখি যৌবন মোর মদিরসিক্ত
তোমার বিরহ রাগিণী !
দুলায়ে দুলায়ে আনিলে কোথায়
আমার দুঃখভাগিনী ?

জানি না এসিছি কি কাজে হেথায় ?
সোনার দিবস গেল যে ব্যাথায় !
আলোদ্যুতিময় ব্যোমখানি ভরি
কত তারকার বরণ !
তব পরিচয় ভরণ !
চেয়েছিনু রাতে সুদূর আকাশ
নব আলোকের মেলা।
কত দ্যুলোকের, কত পুলকের
কত ভূলোকের খেলা।

বিজয়- সঙ্গিনী

চলেছিনু অশ্ব চড়ি
উচ্চ পাহাড় ধরি !
নিষ্ঠুর বায়ে বনের কুসুম
পড়তেছিল ঝরি !

সুমিতা মোর সঙ্গিনী সে,
ছিল রাণীর মতন বেশে ;
বল্গা ধরি উচ্চ হেসে
পাহাড় ভরে গানে ।

ঝঞ্ঝা বেগের বিপুল হাস্য
পশে ছিল প্রাণে !
ঝর্ণানটীগুলি ভেঙ্গে যায় উচ্চশিলা পরি ।
প্রথম প্রেমে ভরি !

রৌদ্রবরণ অশ্বে ছিনু
বীরের মতন বেশে;
তীব্র আলো ঝাউ-এর ফাঁকে
পড়তে ছিল এসে !

ইলা

ধবল বরণ অশ্বোপরি,
ছিল আমার প্রাণেশ্বরী ;
উচ্চ পথের চক্র ধরি
ভয়বিহীনা বালা !
নিবাল কি মতের মতন
আমার সকল জ্বালা ?

ঝাউ-এর বনে জড়িয়ে আসে
রাঙা মেঘের মায়া !
পাহাড়গুলির খাতে খাতে
সাপের মত ছায়া !

রঙিন ডোরা বনের বুকে
ফুল-কলিরা ঘুমায় সুখে ;
কনক আলো প্রিয়ার মুখে
সকল স্বপন ঝরা !

দূরে দূরে বনের গাছে
পাহাড় উচ্চ করা !
সকল শঙ্কা নিবিয়ে দিল গাঢ় মেঘের ঝাঁপে
দিন চলে যায় চুপে !

আমার বধূর মর্ম্ম জলি
উঠতে ছিল কথা !

বিজয়-সঙ্গিনী

বাদল হারা কিসের গানে
কে দিল তায় ব্যথা ?
চলার সকল ছন্দে ছন্দে
নারীর সেরূপ নিখিল বন্দে !
ফুলের মালা কোমল স্কন্ধে,
রাতির বুকে তারা !
শেষ স্বপনের সকল কথায়
সকল লাস্যহারা !
ভুবনখানি জড়িয়ে আসে তুহীন্ জমাট রাতি।
ওই তো জ্বলে বাতি !

নেশার মতন সকল দেহে
কি কথা মোর দুলে ?
গোপন পথের সঙ্গিনীর সে
প্রণয় ভরা ভুলে ?

নারীর সকল মহিমাতে
বিজয় গাথায় পরাণ মাতে !
হস্ত রাখি তাহার হাতে
এনু মোদের গ্রামে !
প্রমোদ ভরা মাঘের নিশি
অশ্রুভরা নামে !
ওই ওখানে কালো শিলার পথখানিতে বাঁকা
ঘরখানি মোর আঁকা !

কবির গীতি

গেয়েছিল কবি হিরণ কিরণ
সোনার সন্ধ্যা পিয়াসী।
কোন বিরহীর বিরহ-ভাবনা
উঠিল কানন উদাসী ?

আলোক পুথির কথা কি লিখিতে
নামিয়া আসিল মরতে ?
সোনার বিশ্ব করুণ হাস্য
হাসির মধুর শরতে।

দেবতা কি গেল আকাশ ভরিয়া
করুণা অশ্রুজলে গো ?
প্রবাল মাণিক উজলি উজলি
জ্বলিল সাগরজলে গো।

গাহিল বীণায় দেবীর কথা কি
অথবা বিরহবিধুরা ?
গোপন প্রেমের সরল মাধুরী
করেছে যাহারে মধুরা।

কবির গীতি

ধরণী হইতে সিন্ধু ফেণিল
ধ্বনিয়া উঠিল সঙ্গীতে
কত মনোরম, কত অপরূপ
কত সাধনার ভঙ্গিতে !

নারীর মতন ফুটিল কুসুম
না জানা ভাষায় জাগি !
ভরিয়া উঠিল কিশোর হৃদয়
তাহারি শোভার লাগি !

কৌতুক ছাড়ি হেরিল ভুবন
হেরিল তপন চাঁদে কি ?
অজানা মাধুরী মিশায়ে তাহারা
শিয়রের পানে ডাকে কি ?

পরাণ ভরিয়া জাগিল কি প্রেম
ধূপের ধূনার মত ?
ধরণী ছাড়িয়া স্বর্গ-শিখরে
জ্বলিয়া উঠেছে শত !

জেনে ছিল কি গো সোনার আলোতে
অনাদি অসীম ভরি ?
কে রয়েছে তাঁর মধুর হাস্যে
সকল সৃজন ধরি ?

রমা

ঝর্ণাতলায় চাঁপার হাসি,
গন্ধভরা মল্লিকা,
শুকতারাটি ডুব দিল ওই
রূপ-সায়রের ঝল্লিকা !

পল্লীবালার কাঁকন বাজে দেবদারুগাছ তলে,
কেকা রবে ডাকল ময়ূর হৃদয়খানি ছলে !

আমার মনের স্বপ্নলোকে
জগৎ কবির ভাষা
অনাদি এক আলোর কুলে
মেল্লো ভালবাসা !

তারি সঙ্গে সকল কবি
ধরল তাদের পূজার ছবি,
অমর তাদের গাথায় সবি
বন্দনারূপ লীলা !
শ্যামল হল, মধুর হল
নবীন হল ইলা !

রমা

আলোর বুকে ঘোমটা-খোলা পারুল রাণী,
মেঘলা দিনের অধীর বাণী !
রাত্র-জাগা কুন্দ ফুলের স্বপন-দোলা !
নদীর তটে বেণুবনের শিউরে চলা !

জ্যোস্না রাতে অমর রমার প্রেমের মণি
আমার সকল সঙ্গীতেরে করল ধনী !
আঁধার আসে বটের তলে
স্বস্তি চায়গো চলতে সবি !
কোন্ সাগরের শয়ন তীরে
চলে গেছে আলোক রবি ?

অযুত তারা ফুটলো সুখে
হাস্যমুখী
অমরীদের সকল কথা দিচ্ছে
উঁকি !

সকল রূপে, সকল গীতে
পূর্ণ হলো নিশিথিনী !
গগনতলে বাজলো সকল সুখের কথা
রিনি ঝিনি !

গর্ব্বে সকল কালে ভরি,
ধন্য হয়ে রাখছে ধরি
সৃষ্টি তাহার প্রাণেশ্বরী
কোন্ সে রমা বিশ্বলোকে ?
সকল কালের বিরহভার কাঁদছে শুধু
তাঁহার শোকে ॥
ঝিল্লি মণির বসন বুনে
আঁধার রাতির আঁচলখানি,
অতল রমার শয়ন তলে
ঝরছে শতেক পরশ টানি !
তারক-মালা প্রদীপসারি
তাঁহার সিংহাসনের তলে,
বনের কুসুম চরণ ঝরি
অযুত হাস্যে নিত্য ঝলে !
বিশ্ব তাঁহার পূজা করে
সারাদিনের শুভ্র গীতে,
সুনীল ব্যোমের অন্তরালে
তাঁহার অমর মন্দির ভিতে !
আজকে আমায় ডাকছে হাসি, ডাকছে প্রীতি
নিত্য কালের বন্দনা গীত ?
হাসছে আবার কুটির-দ্বারে শেফালিকা নিতি নিতি
উন্মনা হয় স্বর্ণ-বীণায় আমার চিত্ !

রমা

মনে পড়ে ঘরের কোণে,
বাল্যকালের ভালোবাসা !
সঙ্গী যত পোড়োর দল
পাড়ার মাঝে তাদের বাসা !

কাগজ-নৌকা, কুসুম পরাগ
বাল্য-সাথী মৃণালিনী !
অলক মণির পরশ পেয়ে
হাসছে তারা সকল জিনি !

জ্যৈষ্ঠ মাসে আমের তলে
কোলাহলের অন্তরালে !
অতল রমার চরণতলে
হৃদয় আমার প্রদীপ জ্বালি !

ঝরে যাওয়া ফুলের মতন
ঝরে গেছে সময় কলি !
অজানা এক ব্যথায় আমার
সকল জীবনখানা ছলি !

আজকে আসে জীবন ভরি মহা মিলন গান
সকল বিশ্ব, সকল শ্রেষ্ঠ, সব মঙ্গল তান !
সকল কালের পূণ্য পূজা মহা মন্দিরতলে,
তারি লাগি হৃদয় আমার সবার সাথে চলে

পূজারিণী

বহুদিন আগে নির্জ্জন বনে
শ্বেত মন্দির তলে,
গিয়েছিনু কোন্ গিরির উপরে
কোন মন্ত্রের বলে !

পারিজাত ফুল সোপানের তলে,
অমর আলোকে যেন ঝলমলে,
স্বপ্ন আসিয়া মনখানি ছলে
কত জনমের স্মৃতি !
সকল সোপান মুখরি উঠিছে
একটি প্রাচীন গীতি !

গিয়েছিনু যেন দেবতার লাগি
আরতি-লগন কালে,
নির্জ্জন বন পাদপ শিয়রে
তারকা কি যেন জ্বালে ?
কত সে ভুবন ঘুরিয়া এসেছি
কত না জীবন ভাঙ্গি,
একটি অমর পারিজাত ফুল
তাহারে ধরেছে ভাঙ্গি !

পূজারিণী

স্বর্ণ আলোকে নির্জ্জন দেশ
ধরেছে ভুবন মোহিনীর বেশ !
সকল গগন, সকল পুলক
আবরি রেখেছে নিখিল দ্যুলোক—

মনে হল মোর সকল জীবন
সার্থক হল আসি ;
মন্দার ফুল চরণের তলে
হাসিল পুণ্য হাসি !

দেবতারে মোর দেখিতে যাইব
উঠিনু সোপান ধরি !
এমন সময়ে অজানা কিশোরী
নামিল বক্ষপরি !

লীলা ছিল তার সকল চলাতে,
কোমল মাধুরী ছিল সে বলাতে,
অতীত ভুবন জীবন ছলাতে
পড়িল স্বর্গ ঝরি ?

দূর হতে দূরে আকাশের আলো
আরতি থালার মত !
দুর্গম দেশে রহিল কাহার
চির বন্দনারত ?

ইলা

জাগিল আমার চির ভালবাসা
সোপানের তলে পেয়েছিনু বাসা !
মৃত্যু-তোরণ লঙ্ঘিয়া আসা
কাহার চরণ তলে ?
অযুত কালের স্মৃতির মুকুটে
কিশোরী মর্ম্ম ঝলে !

ধূপ-ছায়া উঠে মন্দির ঘেরি
বনের প্রান্ত-দেশে
অযুত চাহনি চালাকি ভরিয়া
রাত্রি হাসিল শেষে !

পাহাড়িয়া

পাহাড়িয়া বনের নীচে
ঝর্ণাতলার তলে,
বাস করিত একটি মেয়ে
গোপন কৌতূহলে !
জানতো সুখের দুখের কথা
ঝর্ণাতলার প্রাণের ব্যথা
নীল আকাশ যে ছলে !

চাঁপার মত ফুটতো বনে
সরল হাওয়া খানি,
শ্যামল তৃণ নিত তারে বুকের পরে
টানি !
ঝর্ণাতলার মেয়ে দেখে
ভাবত নিজ মনে !
মেঘের ছায়া কেন নামে
দূরের শৈল ঘনে ?
নিবিড় বনে সুনীল মায়া
কেন ফেলে ঢাকি ?
আরেক দিনের কথা যেন
মনে থাকে বাকি !

ইলা

বনের বুকে ঝর্ণা চলে
অরুণ চুমা খেয়ে !
বুকের পরে কিসের ব্যথা
থাকে তাহার ছেয়ে ?

একলা পথে মনে পড়ে
ভালোবাসার গান !
নীল পাহাড়ে কোন বিরহী
করুণ করে প্রাণ ?

অবাক্‌করা জগৎ তারে
বিভোর করে রাখে
কত কালের কত মায়া
তাহার বুকে থাকে !

ঝর্ণাতলার মেয়ে ভাবে
দেখে আপন মনে
অরুণ রূপ জড়িয়ে থাকে
গাঢ় মেঘের সনে !

বনের বুকে একা বসে
অনেক কথা জানে
শালের পাতা হটাৎ এসে
হাওয়া যেদিন টানে !

পাহাড়িয়া

নীল আকাশে রঙের ফাঁকে
আলোক যখন হাসে
ঝর্ণা মেয়ে বুঝে তখন কে তায়
ভালোবাসে ?

অবাক্ কোরে রাখে তাকে
জগৎজোড়া মায়া !
কতকালের পুরাণো সে
মনে ফেলে ছায়া !

সুখের মাঝে দুখের কথা
অনেক উঠে বাজি !
ঝর্ণালতার গিরির খাতে
আলোক উঠে সাজি !

ঝর্ণাতলার মেয়ে জানে
জীবনের কি মানে ?
এসব কথা কোন দিন কি
বেজেছিল প্রাণে ?

মনে পড়ে বিজন দিনে
বিশ্বজোড়া ফাঁকি
বিভোর করে রাখে কানন
ছায়ায় থাকি থাকি ?

দেউল রহস্য

সেথায় রয়েছে অনাদি কালের
একটি আলোক ফুল !
বিধাতার সেই মন্দির দ্বারে
নাহিক তাহার ভুল !

চন্দন রাতে বেণী বাঁধে ফিরে
মহা তমসার সাগরের তীরে
হৃদয়-প্রান্তে শুধু এসে ঘিরে
নাহি তার সমতুল !

আধেক নগনা মগনা আধেক
কুমারী বালিকা হাসি,
উদয়-শৈলে কি গান গাহিছে—
আপনারে ভালোবাসি ?

সেথায় রয়েছে অনাদি কালের
একটি আলোক ফুল
আকাশে উষার কাহিনীর সম
নাহি তার সমতুল !

দেউল রহস্য

সাগর, যেথায় অসীম আকাশে
নির্জ্জন বনে মেশে !
শত তারকার মরণ-লিপিকা
খুলেছে রাত্রি এসে,
সেথা কোন্ দেব-মন্দির মাঝে
অপরূপা কোন কুমারী সে সাজে ?

চরণে নূপুর গুমরিয়া বাজে
ঘন পাষাণের কোলে,
সোণার থালাতে জাগিয়া রয়েছে
আলোক ফুল সে দোলে !

সে কি দূর ওই আকাশের আলো
আলোক পাখির গান ?
অনাদি কালের আবরণ তলে ঢাকিয়া রেখেছে
প্রাণ !

যুগ হতে যুগে নিয়ে যায় মোরে
কেন দূর প্রেমে ডাকি
স্তব্ধ কালের ইঙ্গিতে কাঁপে হিরণ বরণ
রাখি !

সাগর যেথায় অসীম আকাশে
নির্জ্জন তীরে মেশে !

ইলা

মুদিত আলোর শতদলখানি
মেলিল সে ভালোবেসে !

সিন্ধু-বেলার নির্জ্জন তীরে
জীবন পাখিরা গেলে
বক্ষের মণি করিয়া নেবে সে
অবগুণ্ঠন ফেলে !

আজি কে আমার সকল স্মৃতিরে
ধরেছে সোণার থালে !
অপরূপ কোন রূপসী সেথায়
স্বর্ণ প্রদীপ জ্বালে !

ঘাটে

সেই শিলাতলে পাষাণ সোপানে
চেয়েছিনু আমি তার মুখ পানে
আকাশ-বাহিনী বলাকারা জানে
কত দিন হল গত !
নিত্য জীবন চলে গেল কোথা
সাগর-স্রোতের মত ?

নূপুর-জড়িত কোমল চরণে
চাঁপার মতন কনক প্পরনে
মাধুরী তাহার রয়েছে স্মরনে
কত বরষের পরে !
এখনো তাহার সুখ-স্মৃতিরাশি
ফুলের মতন ঝরে !

যে কথা তখন হয়নিক বলা
যে হাসির সুখে মন মোর ছলা
সে কথা তাহার কাণে
প্রভাত পবন বলে দিতে পারে
নিত্য সোপানে গানে

ইলা

চম্পক দল আনমিয়া তার
পড়েছিল বুক'পরে!
কেঁপেছিল বালা সরমে ভরমে
কতই সুখের ভরে!

কুটিল কুণ্ডল বেণী তার পিঠে
পড়েছিল ফণিসম,
হরিল আকাশ হরিল হৃদয়
হরিল ভুবন মম

বেলা চলে গেল সোনার মর্ম্মে
বিরহ-রাগিণী বাজিল মর্ম্মে
যবনিকা পড়ে নিখিল কর্ম্মে
কঠোর মরণসম!

দূরে দূরে তারা উঠিল জাগিয়া
কাহার সোনার বাতি,
বিশ্ব-ভুবনে সুদূর বারতা
জানাল ভরিয়া রাতি!

অকাল মরণ অসীম বেদন কাঁপিল
তাহার বুকে.
প্রণয় হাস্য উছলিয়া যেন নামিল
তাহার মুখে!

ঘাটে

কনককঙ্কণ বাঁধি কটিতটে ;
আঁকড়িয়া ধরি পিতলের ঘটে ;
চলার ছন্দ মঞ্জীরে রটে
চলে গেলে দূর পথে !
অপার জগতে অসীম বেদনে
হেরেছিনু নানা মতে !

ইলা

নাই ধরণীর সোনার পাত্রে
অমর আলোক পানীয়
শত তারকার লিপিকাখানিতে
জীবন রহস্য আনিও

৺মেজ-বৌদির প্রতি

ছিলে তুমি একদিন জীবনের হাসি
নির্জ্জনে নিখিলের যাহা ভালোবাসি
তার মাঝে ছিল তব অনুরাগ, গীতি
আরতির থালা ছিল—প্রেমভরা প্রীতি !

রাত

রাত ছিল মণিমালা আলোকের গীতি
নির্ম্মল ভুবনে সে ঢেলেছিল প্রীতি।

গোষ্ঠকামি

রাত নয়, দিন নয়, গোষ্ঠে তুমি গিয়েছিলে সখি
ঝরণার নীলাধারা উঠেছিল বকি !

আকাশের তলে তুমি কি গান গাহিলে ?
দেবদারু বনে তুমি যখন চাহিলে !

আকাশের তলে ছিল কালো মোর আঁখি,
ঘন বন-তলে ছিল নীলছায়া পাখী !

দূর দেশে ছিল মোর কাজলীর গাথা !
ঘন বন তলে ছিল সব সুখ পাতা !

ওই ছিল দূর বনে ঘন হাসি খানি,
ছিল যেন নীলাকাশে প্রাণহরা বাণী

মনে হল মোর হাসি দূর বন জুড়ি—
আকাশের লাল মেঘে গিয়েছিল উড়ি ।

মনে হল, অনুরাগ আলোকরা বন !
মনে হল, নিখিলের ছিল যার ধন ।

৺সেজ-বৌদির প্রতি

আলো, তারা ভরা এই নিখিলের মাঝে
ফিরেছিলে হাসি মুখে নিত্য দিন কাজে।
গোধূলীর শুভ লগ্নে দীপখানি জ্বালি
নিষণ্ন নিরালা বিশ্বে দিলে হাসি ঢালি
দূর তারকার দেশে গেছে কি ইঙ্গিতে?
অপরূপ লাবণ্যের মাধুরী সঙ্গীতে,
ফুটেছিল হৃদি মাঝে আলোর কমল
রমণীয় অসীম শোভায়!
আজি রাতি আসে আর দিন অস্ত যায়
তোমার না-দেখা তার সব শোভা ম্লায়।
কোথা তব জীবনের ধারা গেল বয়ে?
দূর কোন দেশে কোন তারকার কোলে?
যেথায় নিখিল বিশ্ব চির হাস্যে দোলে
অনত অমর কথা তার!
হারাবার
কিছু নাই যেখানে যা ছিল!
তোমার প্রাণের প্রেম মুক্তি কিগো দিল
নির্জ্জন বনের ছায়ে

৺সেজ-বৌদির প্রতি

নদী কল গানে ?
যতটুকু হাসি সুখ ছিল তব প্রাণে ;
সব আজি বিরহের
অপরাহ্ন বেলা
ম্লান হয়ে গেছে কিগো
কোথা কর খেলা
অমরার ভবনের দ্বারে
মিলনের সুখ-লেখা হাসি অশ্রুধারে
সেথায় তোমার চির
রূপখানি আনি
শুনাবে কি তব স্নিগ্ধ অমরার
বাণী ?